দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ১৫/৭/২০০০
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ রাজধানীর বিভিন্ন কলেজ অধ্যক্ষের উপস্থিতিতে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এই রূপরেখা পাঠানোর পর চূড়ান্ত ভর্তির নীতিমালা মন্ত্রণালয় প্রকাশ করবে। এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ এবং লিখিত ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে এইচএসসিতে ভর্তি সম্পন্ন হবে। এসএসসিতে 'এফ' গ্রেড বা এক বিষয়ে ফেল করা এক লাখ আটান্ন হাজার ছাত্রছাত্রীর কলেজে ভর্তির রূপরেখাও নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিগত বছর পর্যন্ত এসএসসিতে প্রাপ্ত মোট নম্বরের শতকরা ১০ ভাগ এবং লিখিত ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর মিলিয়ে একজন ছাত্রের স্কোর তৈরি হতো। গ্রেডিং সিস্টেমে মোট নম্বরের ব্যাপার না থাকায় গ্রেড পয়েন্ট এভারেজকে নম্বরে কনভার্ট করা হবে। সে ক্ষেত্রে একজন পরীক্ষার্থী আট বিষয়ে যে গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ (পাঁচ, চার দশমিক সাতাশি, তিন দশমিক পাঁচ, দুই দশমিক পঁচাত্তর প্রভৃতি) পেয়েছে তার সঙ্গে কুড়ি দিয়ে গুণ করা হবে। যেমন যে ছাত্রের জিপিএ পাঁচ তার প্রাপ্ত নম্বর ধরা হবে পাঁচ গুণ কুড়ি বা এক শ'। আবার যে ছাত্রের জিপিএ দুই দশমিক পঁচাত্তর তার প্রাপ্ত নম্বর ধরা হবে দুই দশমিক পঁচাত্তর গুণ কুড়ি বা পঞ্চান্ন। কিন্তু যে ছাত্রের জিপিএ চার দশমিক সাতাশি তার প্রাপ্ত নম্বর হবে চার দশমিক সাতাশি গুণ কুড়ি বা ৯৭ দশমিক ৪০। এ ক্ষেত্রে দশমিক ৪০ ধরা হবে না। জিপিএকে কুড়ি দিয়ে গুণ করার পর মূল সংখ্যাই ধরা হবে, দশমিকের পরে যে অংশ তা ধরা হবে না। এভাবে প্রাপ্ত নম্বর বের করার পর এক শ' নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর মিলিয়ে স্কোর তৈরি হবে।

'এফ' গ্রেডধারীদের একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির ব্যাপারে নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। এক বিষয়ে ফেল করা যেসব পরীক্ষার্থী 'এফ' গ্রেড পেয়েছে তারা সাময়িকভাবে কলেজে ভর্তি হতে পারবে। এফ গ্রেডধারীর জিপিএ কমপক্ষে এক দশমিক পাঁচ হতে হবে। যেহেতু সে আট বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে এক বিষয়ে ফেল করেছে সেহেতু কলেজগুলো ঐ পরীক্ষার্থীর সাত বিষয়ের নম্বর এভারেজ করে কুড়ি দিয়ে গুণ করে প্রাপ্ত নম্বর বের করবে। একটি বিষয় বাদে কোন পরীক্ষার্থীর সাত বিষয়ে জিপিএ দুই দশমিক পঞ্চাশ হলে তার মোট নম্বর ধরা হবে দুই দশমিক পঞ্চাশ গুণ কুড়ি বা পঞ্চাশ। এই পঞ্চাশের সঙ্গে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে স্কোর তৈরি হবে। '৯৮ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত এসএসসি পাস করা ছাত্রছাত্রীরা কলেজে ভর্তি হতে পারবে। যেহেতু তাদের মোট নম্বর ছিল এক হাজার সেহেতু এক হাজারের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা দশ ভাগ ধরা হবে। যেমন কেউ ৭০০ নম্বর পেয়ে থাকলে শতকরা ১০ ভাগ হিসাবে ৭০ নম্বর ধরা হবে এবং এর সঙ্গে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর যোগ হবে।

এক শ' নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা এক ঘণ্টায় নেয়া হবে। প্রত্যেক কলেজকেই ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র ভর্তির সুপারিশ করা হয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষার নম্বর বণ্টন হবে বাংলায় ২০, ইংরেজীতে ২০, পদার্থ বিজ্ঞানে ২০, রসায়নে ২০, জীববিজ্ঞান বা উচ্চতর গণিতে ২০। মানবিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষার নম্বর বণ্টন হবে বাংলায় ২০; ইংরেজীতে ২০, ভূগোলে ২০, ইতিহাসে ২০, অর্থনীতি বা পৌরনীতিতে ২০। বাণিজ্য বিভাগের নম্বর বণ্টন হচ্ছে বাংলায় ২০, ইংরেজীতে ২০, ব্যবসা পরিচিতি ২০, হিসাববিজ্ঞান ২০, বাণিজ্যিক ভূগোল বা ব্যবসা উদ্যোগে ২০। বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি পাস করে এইচএসসিতে মানবিক বা বাণিজ্যে যারা ভর্তি হতে চায় তাদের বাংলায় ২০, ইংরেজীতে ২০, সাধারণ গণিতে ২০, সামাজিক বিজ্ঞানে ২০ ও সাধারণ জ্ঞানে ২০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে।

গত বৃহস্পতিবার ঢাকা বোর্ডে অনুষ্ঠিত এক সভায় ভর্তির নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আলী আসগর সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ঢাকা বোর্ডের অধীনে কলেজে ভর্তির সুযোগ দেয়া হবে না।